সংবাদ

তারিখ ... 10 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪

শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়েছি কিনা?

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

'সান্ধ্য কোর্সে নিম্নমানের গ্র্যাজুয়েট তৈরি হচ্ছে' জাতীয় বক্তব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে শোনার পর একটা অস্বস্তি নিয়ে সময় কাটাচ্ছি। তারপর আলী ইমাম মজুমদারের (প্রথম আলো ৩ জুলাই ২০১৭) একই শিরোনামের কলাম পড়ে মনে হচ্ছে আসলে কি আমরা শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়েছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স ফ্যাকাল্টির সান্ধ্য কোর্সের অন্যতম প্রবক্তা ও প্রবর্তক হিসেবে এ কথাটা আমার মনে সারাক্ষণ নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। এ শতকের প্রথম দিকে কমার্স ফ্যাকাল্টির বিদ্যমান চারটি বিভাগে যখন এ কোর্স প্রবর্তিত হয় তখন আমি ব্যবস্থাপনা বিভাগের হয়ে তার প্রথম পরিচালকের দায়িত্ব পালন করি। আমাদের টার্গেট ছিল কমার্সের গ্র্যাজুয়েটদের এমবিএ পড়িয়ে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা তদানীন্তন বাজার চাহিদায় নিজেদের চৌকস নির্বাহী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। টার্গেট ছাত্রদের মধ্যে আরও ছিল ইঞ্জিনিয়ার ও ফার্মাসিস্টরা। আমাদের বিশ্বাস ছিল, যে যে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পর্যায়ে পড়াশোনা করুক না কেন, চাকরি জীবনে যে স্তরে পা রাখুক না কেন, প্রত্যেককে মাঝপথ থেকে শেষ পর্যন্ত ম্যানেজার বা নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করতে হয় অর্থাৎ একপর্যায়ে এসে তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে অন্যকে দিয়ে কাজটা সুচারু রূপে করিয়ে নেয়া। অর্থাৎ প্রত্যেকে একপর্যায়ে ম্যানেজারের দায়িত্বই পালন করেন।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি বিভাগে সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে সান্ধ্য এমবিএ কোর্স চালু করা হয়। যেহেতু এ কোর্স পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে ভৌতিক অবকাঠামো তৈরিই ছিল এবং অপারেটিং কস্টের অনেকটাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ছাপিয়ে দেয়া সম্ভব, তাই শিক্ষার্থীদের ফি একটা সহনশীল পর্যায়ে ধার্য করা হয়। বিভাগীয় সিনিয়র শিক্ষকদের নিয়ে একটা পৃথক পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়। ধারণা করা হয়, এসব সিনিয়র শিক্ষকদের প্রত্যেকেই একবার পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হবেন এবং একবার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন। আমি একটা দায়িত্বই পালন করি, কেননা, আমার পরিচালকের দায়িত্ব সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন বিভাগে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতে ব্যবস্থাপনা বিভাগ ছেড়ে দেই। নতুন বিভাগের চেয়ারম্যান ও সান্ধ্য এমবিএর অন্যতম সদস্য হিসেবে পদত্যাগ করেই আমি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ভিসির দায়িত্ব নেই। উভয় বিভাগে জড়িত থেকে বলতে পারি আমাদের লক্ষ্য ছিল একান্তই মেধাবী ও কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মধ্যম পর্যায়ের নির্বাহীদের এমবিএ ডিগ্রি প্রোগ্রামে ভর্তি করা হোক। এ'ব্যাপারে নিয়ম কানুন প্রণয়নে আমি যথেষ্ট সময় ও শ্রম দিয়েছি।

এমবিএ ডিগ্রির জন্য আমরা প্রচলিত সেমিস্টার ব্যবস্থার পরিবর্তে ট্রাইমেস্টার ব্যবস্থা প্রবর্তন করি। ফলত বছরে তিনবার ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হতো এবং তা এখনও বলবৎ আছে বলেই জানি। শিক্ষার্থীদের বাছাইয়ের জন্য ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল এবং তাদের পূর্বতন পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের একাংশ তার সঙ্গে যোগ করা হতো বা হয়। একটি মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল যাতে মাত্র পাঁচ নম্বর ধার্য করা ছিল। কারণ মৌখিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর রাখলে ফাঁক গলিয়ে নিম্ন মেধার ও ইংরেজিতে দুর্বল প্রার্থীরাও ভর্তি হয়ে যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে দু'দিনের জন্য ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয় এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক কোর্সে শুধু সিনিয়র শিক্ষকদের পড়ানোর সুযোগ দেয়া হয়। ব্যবস্থা রাখা হয় যেন এক বিভাগের সিনিয়র শিক্ষকরা অন্য বিভাগেও পড়াতে পারেন। শিক্ষার্থীদের দ্বারা শিক্ষকদের মূল্যায়ন ছাড়াও ৩৬০ ডিগ্রি মূল্যায়নের ব্যবস্থা ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিটি বিভাগে সব শিক্ষককে পড়ানোর সুযোগ দেয়া হয়, এক বিভাগের শিক্ষক অন্য বিভাগে পড়ানোর সুযোগ হারায় এবং শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষক মূল্যায়ন প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। ক্রমশ আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও দ্রুত কমতে থাকে। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ প্রোগ্রাম প্রবর্তনের কারণে মেধাবী ও অভিজ্ঞ শিক্ষার্থী পেতে সংকটও দানা বাঁধতে থাকে। শিক্ষার্থী বাছাইয়ে আগে অভিজ্ঞতার জন্য নম্বর ধার্য ছিল এখনও তা আছে, তবে এখন অধিকাংশই ভুয়া প্রত্যায়নপত্র। মৌখিক পরীক্ষাটাও নাকি লোক দেখানোর মতো। এখন শুনেছি শিক্ষার্থী ভর্তি নাকি পরীক্ষা ছাড়াও হচ্ছে এবং তাদের পাস করিয়ে দেয়ার দায়িত্বটা শিক্ষকরা নিজের হাতে নিয়ে নিচ্ছেন। আগে যেমন ইন্টারশিপ ও সেই ভিত্তিক রিপোর্টও দাখিল বাধ্যতামূলক ছিল এখনও তা আছে। তবে ইন্টারশিপ উঠে গেছে এবং শিক্ষার্থীরা কিছু অর্থ ব্যয়ে নীলক্ষেত থেকে রিপোর্ট নিয়ে আসতে পারছে। এখন প্রচুর পরিমাণে বিবিএ ও এমবিএ থিসিস নীলক্ষেতে পাওয়া যাচ্ছে।

শুরুতে ডিগ্রিটা নেয়া হতো দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে; এখন ডিগ্রিটা নেয়া হচ্ছে অলংকার বৃদ্ধির জন্যে ও চাকরিতে পদোন্নতির জন্য কিংবা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। তাই ড. কামাল উদ্দিন যখন বলেন যে এসব কোর্সে কখনো কখনো ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই নিম্নমানের শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় কিংবা এ কোর্সের মাধ্যমে শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল ও অর্থ লাভের আশায় প্রবর্তন করা হয় কিংবা এক শ্রেণীর শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন করছেন; তখন তার কথাটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তার সঙ্গে যখন ভিসি বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় কোন অবস্থাতেই বাণিজ্য কেন্দ্র নয়, তখন 'ডাল মে যে কুচ কালা হায়', বলা অসঙ্গত হবে না।

এখন সান্ধ্য কোর্স শুধু বিজনেস অনুষদে নয়, অন্যান্য অনুষদেও পরিব্যপ্ত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ্য শিক্ষক থাকুক কি না থাকুক, সান্ধ্য কোর্স চালুর হিড়িক পড়ে গেছে। সারা দেশে বেকারত্বের হার দুই অংকের নিচে হলেও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি। এই সেদিন অগ্রণী ব্যাংকের ২৬৩ পদের জন্যে প্রায় ২৫ লাখ প্রার্থী নাম রেজিস্ট্রি করেছিল; তার মধ্যে ২৩ লাখ হচ্ছে এমবিএ ডিগ্রিধারী। এখন এমবিএ ডিগ্রিধারীরা নিম্নমান সহকারী পদের জন্যও ব্যাপক অর্থ বিনিয়োগ করছে বলে শুনেছি।

প্রথম দিকে শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার ফি কম ছিল। কোর্স ফি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক কম ছিল। পরিচালক পর্ষদ সে অর্থের সামান্য অংশই নিজেদের জন্য রাখত। বাকি অর্থটা শিক্ষক ও আনুষঙ্গিক সেবাদাতাদের জন্য পৃথক রাখা হতো কিংবা উন্নয়ন কাজে ব্যয়িত হতো। একজন শিক্ষককে একটি ট্রাইমেস্টারে একের অধিক কোর্স পড়াতে দেয়া হতো না। এখন কোন কোন বিভাগে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে কিংবা দুর্বুদ্ধির কারণে একজন শিক্ষক তিন-চারটি পর্যন্ত কোর্স পড়াচ্ছেন। ভর্তি পরীক্ষার ইনভিজিলেশন, মৌখিক পরীক্ষা, কোর্স পড়ানো, খাতা মূল্যায়ন, ইন্টারশিপ সুপারভিশন ও চূড়ান্ত পর্যায়ে মৌখিক পরীক্ষার ফি বাবত একজন শিক্ষক প্রতি ৪ মাসে একটা বিরাট অংক এখন পকেটস্থ করতে পারছেন বলে অন্য বিভাগের শিক্ষকরা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে এ পথ ধরছেন। শুরুর সময়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের দশ শতাংশ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হতো। তারপর এটাকে বিশ শতাংশ করা হয়, এখন চল্লিশ শতাংশে উন্নয়নকরনের দাবি সঙ্গত। অন্তত বিজনেস ফ্যাকাল্টির কথায় আসলে বলতে হয় তারা উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে ব্যাপক সংস্কার ও অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি করেছে এবং বর্তমানে তা এমন সম্পৃক্ততার পর্যায়ে এসে গেছে যে প্রাপ্ত অর্থের বড় অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দান সম্ভব। প্রকৃত মেধাবী ও ইংরেজি ভাষা জ্ঞান সমৃদ্ধ শিক্ষার্থীও সম্পৃক্ততার পর্যায়ে পৌঁছেছে।

সান্ধ্য কোর্স প্রবর্তনের কারণে বর্তমানে রেগুলার কোর্সের শিক্ষার্থীরা ভোগান্তিতে পড়ছে ও অবমূল্যায়িত হচ্ছে। তাদের বাজার সংকুচিত যেমন হচ্ছে তাদের প্রতিষ্ঠিত সুনামও। তাদের কষ্টার্জিত ডিগ্রিকে চাকরিদাতারা সান্ধ্যকালীন প্রশ্নবোধক ডিগ্রির সমতুল্য বিবেচনা করছেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এক ধরনের অস্থিরতার জন্ম হচ্ছে। এই অস্থিরতার মধ্যেও শুধু পকেটপূর্তি কিংবা অলংকার বৃদ্ধি বা প্রমোশনের স্বার্থে এসব কোর্স সম্প্রসারিত হচ্ছে কেননা শিক্ষার্থীরা এখন আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামাঙ্কিত একটি ডিগ্রির প্রত্যাশায় যা প্রশ্নবোধক মূল্যায়নের কৃপায় বলতে গেলে সহজলভ্য হয়ে গেছে।

ড. কামালের মতে সান্ধ্য কোর্সের শিক্ষকরা হচ্ছেন শিক্ষক দোকানদার যারা জ্ঞান ও দক্ষতার পার্থক্য বোঝেন না বা ভুলে গেছেন। অন্যদের ধারণা, আয়করমুক্ত এ আয় অধিক আকর্ষণীয় বলে শিক্ষকরা গবেষণা থেকে সরে যাচ্ছেন। তারা সান্ধ্য কোর্স ছাড়াও খণ্ডকালীন শিক্ষকতা কিংবা কনসালট্যান্সির জন্য সময় দিচ্ছেন বেশি। কোন কোন শিক্ষক এসব কাজসহ শেয়ারবাজারে নিয়মিত উপস্থিত থাকলেও সকালের কোর্সে শিক্ষাদানে চরম অবজ্ঞার স্বাক্ষর রাখছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য প্রোগ্রামে তাদের উপস্থিতি শতভাগ হলেও রেগুলার প্রোগ্রামে তাদের অনুপস্থিতি ও উদাসীনতা বোধগম্য। সামগ্রিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি প্রয়োজন; সদ্য গঠিত অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলকে এ দায়িত্ব দেয়া যায়।

এখন ডিগ্রির মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে অর্থ হাতড়িয়ে নেয়া এবং এই অর্থ এখন সবার হাতেই কম-বেশি পৌঁছে যাচ্ছে। এ অর্থের অংশ বিশেষ পৌঁছে যাচ্ছে অন্য বিভাগ বা পার্শ্ববর্তী কলেজের শিক্ষকদের হাতে, হিসাব বিভাগ, ব্যাংকের কর্মকর্তা, পিয়ন চাপরাশি পর্যায়ে এমনকি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের হাতে। এ কারণে অপ্রয়োজনীয় এ ব্যবস্থার অবসান অসম্ভব হলেও সংস্কার প্রয়োজন। আলী ইমাম মজুমদার হিসাব সংরক্ষণ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দিলেও আমি ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনার পরামর্শ দেব। আবারও শিক্ষকতা ও মূল্যায়ন তুলনামূলক সিনিয়র শিক্ষকদের হাতে তুলে দেয়া যেতে পারে। শুধু সান্ধ্য কোর্সে নয়, সব কোর্সে শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষক মূল্যায়নের ভার দেয়া যায়। ডিনদের আরও বেশি দায়িত্ব ও কতৃত্ব আরোপ আবশ্যক যাতে তারা ফ্যাকাল্টির শিক্ষকদের মাঝে দায়িত্ব জ্ঞান ও জবাবদিহিতা সঞ্চারিত করতে পারেন। সান্ধ্য কোর্সের ভর্তির মান ও মূল্যায়ন রেগুলার কোর্স পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে দ্বি-পরীক্ষক ব্যবস্থা এখানে প্রবর্তন করতে হবে।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পরও সান্ধ্য এমবিএ কোর্সে জড়িত ছিলাম। শেষের দিকে শিক্ষার্থীদের প্রতি বেরহম না হওয়ার উপদেশ পেতে শুরু করলে আমি হাত গুটিয়ে নিয়েছি। নিম্নমানের শিক্ষার্থী পড়াতে গিয়ে শিক্ষকতার মজা ও তৃপ্তিটা হারিয়ে ফেলেছি। আমি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগকে জোরদার করছি এবং এমবিএর বদলে এমবিই মানে মাস্টার অব বিজনেস এডুকেশন প্রোগ্রামকে সুপরিচিত করছি। প্রথমোক্ত কোর্সের চাকরির বাজার সম্প্রসারণশীল; দ্বিতীয়ত কোর্সের মাধ্যমে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক ও ব্যবসায়ে নির্বাহীর চাহিদা পূরণ হবে বলে আমার বিশ্বাস। শিক্ষার্থীরা ঝুঁকছে, তারাও বুঝে নিচ্ছেন পৈতৃক অর্থ বা স্বোপার্জিত অর্থ দিয়ে ফালতু এমবিএ ডিগ্রি নিয়ে বেকার থাকা কিংবা নিম্নমান সহকারীর চাকরি গ্রহণ অর্থহীন।

[লেখক : মুক্তিযোদ্ধা ও ভিসি, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ]